SEMESTER-6
PAPER:CC-14
MODULE-3
পাঠ প্রণেতা: রাজু চন্দ

ঔপন্যাসিক ফনীশ্বরনাথ রেনু:

প্রেমচন্দ্র উত্তর হিন্দি কথাসাহিত্যে যে কয়জন সাহিত্যিক তাদের মৌলিক সাহিত্য প্রতিভার জন্য সাহিত্যের আঙিনায় উজ্জ্বল হয়ে রয়েছেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন ফনীশ্বরনাথ রেনু। হিন্দি কথাসাহিত্যকে গল্পকথা, মনোরঞ্জক রোমাঞ্চকরতা ও অতিলৌকিক অবাস্তবতার কুয়াশা জাল থেকে মুক্ত করে বাস্তবতার সজীব ভূমির উপর স্থাপন করেছিলেন প্রেমচন্দ্র। উপন্যাসের আধুনিক শৈলী ও বাস্তব চিত্রন এর মধ্য দিয়ে সজীব চরিত্রের ও কাহিনীর বিন্যাসও প্রেমচন্দ্রের দান । তবে উপন্যাসের ক্ষেত্রে প্রেমচন্দ্র সামাজিক ও রাজনৈতিক এই দুই ধারার মধ্যেই সীমিত ছিলেন। কিন্তু প্রেমচন্দ্র উত্তর ঔপন্যাসিকগণ হিন্দি সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করলেন বিভিন্ন দিক থেকে; কেবল সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয় নয় এলো ঐতিহাসিক ,মনস্তাত্ত্বিক ও আঞ্চলিক উপন্যাসও। কোন বিশেষ অঞ্চলের সমাজনীতি অর্থনীতি সংস্কৃতির অনুপুঙ্খ রচনায় যিনি অসাধারণ পর্যবেক্ষণ শক্তি, বাস্তব রূপায়ণ দক্ষতা এবং বিশ্লেষনী ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছিলেন তিনি হলেন ফনীশ্বরনাথ রেনু।

বিহারের পূর্ণিয়া জেলার অন্তর্গত ঔরাহী হিংগনায় ফনীশ্বর নাথ এর জন্ম ১৯২১ খ্রিস্টাব্দের ৪ ঠা মার্চ এক কিষান পরিবারে। আর্য সমাজের কঠোর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পিতার সঙ্গে তার মনের মিল ঘটেনি । ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করার পরেই তিনি সমাজবাদী বামপন্থী আন্দোলনের দ্বারা প্রভাবিত হন। ১৯৪২ এর আগস্ট আন্দোলনও তাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। এছাড়াও নেপালের মুক্তি সংগ্রামে তিনি সক্রিয় ভূমিকা নেন।

১৯৪৪ সালে আগস্ট মাসে কলকাতা "বিশ্বামিত্র" পত্রিকায় তার প্রথম ছোটো গল্প "বটবাবা" মুদ্রিত হয়। ১৯৫৪ সালে তার বিখ্যাত 'ময়লা আঁচল' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে রেনুজীর খ্যাতি সারাদেশে ছড়িয়ে পড়ে। তিনি এক বিরল প্রতিভা সম্পন্ন সাহিত্যিক রূপে সম্মানিত হন। বামপন্থী আদর্শের প্রতি তার আস্থা ছিল অবিচল। ১৯৭৭ এর ১৪ই এপ্রিল তার দেহাবসান ঘটে

-: উপন্যাস সমূহ :-

ফনীশ্বরনাথ রেনুর উপন্যাস গুলির মধ্যে "ময়লা আঁচল"এবং"পরর্তী পরিকথা" সর্বাধিক জনপ্রিয়তা অর্জন করে ।এছাড়া তার অন্যান্য উপন্যাস গুলি হল - জুলুস, দীর্ঘতপা, পল্টু বাবু রোড, কিতনে চৌরাহে ইত্যাদি।

ক) ময়লা আঁচল:- ফনীশ্বরনাথ রেনু তার সর্বপ্রথম উপন্যাস ময়লা আঁচল সৃষ্টি করে হিন্দি সাহিত্যে এক প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন। প্রেমচন্দ্রোত্তর যুগের এটি ছিল শ্রেষ্ঠ কীর্তি। "গোদান" প্রেমচন্দ্রের সর্বশেষ উপন্যাস কিন্তু ফনীশ্বরনাথ রেনু তার ঔপন্যাসিক জীবনের প্রথম রচনাতেই কথাশিল্পের সেই শিখর ভূমি স্পর্শ করে ফেলেছিলেন।

"ময়লা আঁচল" প্রকাশিত হয় পাটনা থেকে ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে। গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি এটিকে আঞ্চলিক উপন্যাস বলেছেন। বিহারের পূর্ণিয়া জেলার মেরীগঞ্জ নামক একটি অনগ্রসর গ্রাম এই উপন্যাসের আখ্যানভূমি। গ্রামের রাজনৈতিক দলাদলি,জাতপাত, দ্বন্দ্ব-সংঘাত, কুসংস্কার ইত্যাদি উপন্যাসে যথাযথভাবে রূপ পেয়েছে। আর তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মানবহৃদয়ের জটিলতা, মনের রহস্যময়তা এবং অস্তিত্বের সংকট । ময়লা আঁচলের কাহিনী দুটি পর্বের বিভক্ত, প্রথম পর্বে স্বাধীনতার অব্যবহিত পূর্বকালের ছবি এবং দ্বিতীয় পর্বে স্বাধীনতার ঠিক পরবর্তী সময়ের ছবি চিত্রিত হয়েছে। গ্রামে আবার তিনটি দল প্রধান- কায়স্থ ,রাজপুত ,যাদব। ব্রাহ্মণরা একটা শক্তি বটে ।গায়ের মুখ্য ভূমিকা নিয়েছে কায়স্থটলির মুখিয়া বিশ্বনাথ প্রসাদ মল্লিক। পুরুষানুক্রমে তহশীলদারি করে আজ হাজার বিঘা জমির মালিক। গ্রামে আছে রাজনৈতিক নেতা সোসালিস্ট কালিচরণ, আছে গ্রামের স্বাস্থ্য কেন্দ্রের ডাক্তার প্রশান্ত কুমার- যার জাত কিম্বা কোন পরিচয় নেই। সে উপন্যাসের এক প্রধান চরিত্র। কোন এক বিস্তৃতির ধূসর অতীতে তার অসহায় হতভাগিনী মা তাকে মাটির কলসিতে রেখে কুশী নদীর জলের বন্যায় ভাসিয়ে দেয়। ডাক্তার অনিল ব্যানার্জির স্নেহে সে বড় হয়ে ওঠে এবং বড় ডাক্তার হয়ে মানুষকে ভালোবাসে এবং তাদের সেবা করাকেই ব্রত বলে গ্রহণ করে। সে তহশীলদারের মেয়ে কমলাকে ভালোবাসে। মানুষকে ভালোবাসার অপরাধে তার জেল হয়। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে পুত্রসহ কমলাকে সে ফিরে পায়। পল্লী মায়ের ময়লা আঁচলের তলায় তার সাধনা কিভাবে গ্রামের মানুষের বর্ণহীন মুখে সে হাসি ফোটাবে এখানেই কাহিনী সমাপ্তি লাভ করেছে।

এই উপন্যাসে রাজনীতির কথা আছে, আছে মানুষের হৃদয়ের কথা। অথচ একটি বিশেষ অঞ্চলের ভাষা ও সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য এই উপন্যাসটিকে সার্থক আঞ্চলিক উপন্যাস করে তুলতে সহযোগিতা করেছে।

খ) পরতী পরিকথা:- রেনুজীর পরবর্তী উপন্যাস "পরতী পরিকথা", যার অর্থ পতিত জমির কাহিনী।স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতবর্ষ এই উপন্যাসের পটভূমি। বিহারের মিথিলা অঞ্চলের কাহিনী এই উপন্যাসটিতে ফুটে উঠেছে। সেখানকার দারিদ্র ,অশিক্ষা, কুসংস্কার ,অস্বাস্থ্য, শোষণ, বৈষম্য এই উপন্যাসে মূর্ত হয়ে উঠেছে। দারিদ্র ও বৈষম্যের চিত্র যেমন আছে, তেমনি আছে নেহেরুর রাজত্বকালে শুরু হওয়া "কোশি প্রোজেক্ট" এর কথা। কোশি নদীতে বাদ দিয়ে প্রতিবছর বন্যার বিপর্যয় এবং খরা মরশুমে ফসলহানির আশঙ্কাকে প্রতিরোধের চেষ্টা করা হয় এই "কোশি প্রজেক্ট" এর মধ্য দিয়ে। ফলে বদলে যেতে থাকে গ্রামের কৃষি অর্থনীতির চেহারা। এইভাবে 'পরতী পরিকথা'য় উঠে এসেছে এক আশা বাদের ইঙ্গিত।

গ) জুলুস :- হিন্দিতে দেশ বিভাগের ভয়াবহতা কে নিয়ে অনেক ভালো উপন্যাস লেখা হয়েছে। পূর্ববঙ্গের শরণার্থীদের নিয়ে সম্ভবত রেনুজির একমাত্র উপন্যাস "জুলুস"। পশ্চিমের পাঞ্জাবের শরণার্থীদের অবস্থা ক্রমে ক্রমে ভালো হলেও বাঙালি শরণার্থীরা দীর্ঘদিন ছিলেন সর্বহারা। আর জুলুস যেন তাদেরই কাহিনী। এই উপন্যাসের এক অনন্য চরিত্র পবিত্রা। এছাড়া হরলাল সাহা, কালাচাঁদ ঘোষ, ছিদাম ,গোপাল পাইন প্রমুখ চরিত্ররা এই উপন্যাসে তাদের নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। তবে পরিশেষে রবীন্দ্রসঙ্গীতের মধ্য দিয়ে এই কাহিনীর জের টানা হয়েছে।

ঘ) দীর্ঘতপা :- ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে লেখা দীর্ঘতপা উপন্যাসটি পরে কলঙ্ক মুক্তি নামে প্রকাশিত হয় ১৯৭২ সালে ।দীর্ঘতপা অর্থাৎ নিগৃহীত ও নিপীড়িত নারী। নারী হচ্ছে দীর্ঘতপা। সেই ধরিত্রীর কথাবস্তু নির্মিত হয়েছে ওয়ার্কিং উইম্যান হোস্টেল কে নিয়ে। হোস্টেলের জীবন যেন এক দ্বীপের মতো। সেখানে ছোটো মেম সাহেব মিস বেলা গুপ্ত ও বড় মেম সাহেব মিসেস আনন্দ। এরা নিজেদের অধিকার প্রতিপন্ন করতে গিয়ে অনেক সংঘাত সৃষ্টি করেছে ।বেলা গুপ্তের চরিত্র সুন্দর হলেও সে গ্রেপ্তার হয় ।এই উপন্যাসটিতে সমাজের নৈতিক সংকটের ছবি লক্ষ্য করা যায়।

চ) পল্টুবাবু রোড:- এই উপন্যাসটিতে রায় পরিবারের কথা ব্যক্ত করা হয়েছে ।যে পরিবারটি মর্যাদায় আসিন ছিল, তা আজ ভাঙনের মুখে ।সবাই ক্ষুব্ধ ,বিচলিত; ব্যতিক্রম শুধু বিজলী। পল্টু বাবুর রায় পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক আছে। সে কৃপণ ,ধূর্ত ,কামুক ঠিক যেন ওই অঞ্চলের মতো ।সে সবাইকে এমন পথ দেখিয়েছে যাতে রাজনীতিজ্ঞ ,ঠিকাদার, ব্যবসায়ী, উকিল এবং অন্য সকলেই যেন তার পথ ধরেই চলেন আর পল্টু বাবু হবেন তার সঞ্চালক।

ছ) কিতনে চৌরাহে :- আয়তনের ছোটো এই উপন্যাসটিতে স্বাধীনতার সংগ্রামের ভাবনায় লেখকের বিপ্লবী ভাবাদর্শের উৎকৃষ্ট চিত্রন লক্ষ্য করা যায়। কাহিনীতে ব্যক্তিগত সুখ দুঃখ স্বার্থ,

মোহ ইত্যাদির ঊর্ধ্বে উঠে আত্মবিসর্জন করার মহিমময় রূপ ফুটিয়ে তুলেছেন লেখক। চারপাশের ভ্রষ্টাচার ,ব্যক্তি কেন্দ্রিক স্বার্থপরতার মধ্যে এই উপন্যাস পাঠে পাঠকের মনে স্বদেশ চেতনার মহৎ আদর্শ জেগে ওঠে । নবীনদের জন্য লেখা উপন্যাসে আঞ্চলিকতার নিখুত প্রকাশ, জলন্ত চরিত্র সৃষ্টি, হৃদয়গ্রাহী কথা বস্তু, চরিত্র উপযোগী ভাষা ও সাধারণের মধ্যে অসাধারণ এর উন্মেষ ইত্যাদি রেণজির রচনা বৈশিষ্ট্য সমূহ এখানে সার্থকভাবে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। সাম্রাজ্যবাদী শাসকের অত্যাচার উপেক্ষা করে তাদের গুলির সামনে বুক পেতে দাঁড়িয়ে যারা স্বাধীনতার পতাকা উড়িয়েছে এই উপন্যাসটি তাদেরকেই উৎসর্গ করা হয়েছে।

মূল্যায়ন:- ফনীশ্বরনাথ রেণু তার উপন্যাস এর মধ্য দিয়ে হিন্দি ভাষা সাহিত্যকে কেবল সমৃদ্ধ করেছেন এমন নয়, সেইসঙ্গে বাংলা ও বাঙালির সঙ্গে অন্তর যোগাযোগের একটা সড়কও তিনি নির্মাণ করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র ,রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে আধুনিক অনেক কবি লেখকের সঙ্গেই তার ছিল আন্তরিক যোগাযোগ। তার রচনায় তাই বাঙালির অধিকার, তাই কেবল হিন্দি সাহিত্যেই নয়,বাংলা ভাষা সাহিত্যের পঠন-পাঠনের ক্ষেত্রেও তার সাহিত্য সম্ভার বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক।

সহায়ক গ্রন্থ:

১। হিন্দী সাহিত্যের ইতিহাস – বিজয়েন্দ্র স্নাতক (অনুবাদ – জ্যোতির্ময় দাশ)
২। হিন্দী সাহিত্যের ইতিহাস – রামবহাল তেওয়ারী
৩। আধুনিক হিন্দী সাহিত্য : গতি ও প্রকৃতি— বিপ্লব চক্রবর্তী